তারিখ 9 MAY 2017

একাদশে ভর্তি নীতিমালা

মানসম্মত কলেজের সংখ্যাও বাড়াতে হবে

আজ ৯ মে শুরু হচ্ছে একাদশ শ্রেণীতে অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন জমা দেয়ার প্রক্রিয়া। শেষ হবে ২৬ মে। সম্প্রতি একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিসংক্রান্ত নীতিমালা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এবার এতে কয়েকটি নতুন বিধান যুক্ত করা হয়েছে। যেমন- এবার স্বীকৃতিবিহীন কলেজে ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বোর্ডে নিবন্ধনের পর কলেজে ভর্তি হতে হবে। যে কোনো শিক্ষার্থী তিন দফায় কলেজ পছন্দের সুযোগ পাবে। সব শিক্ষার্থীর কলেজ নির্দিষ্ট হওয়ার পরই একযোগে ভর্তি শুরু হবে। এ ছাড়া ভর্তিতে শিক্ষার্থীর পছন্দক্রম ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা বোর্ড থেকেই একটি কলেজ ঠিক করে দেয়ার নিয়ম থাকছে। অনলাইনে ১৫০ টাকা ফি দিয়ে সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দক্রম দিয়ে আবেদন করতে হবে। আর এসএমএসের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদন করতে হবে ১২০ টাকা ফি দিয়ে। এরপর একজন শিক্ষার্থী যতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করবে, তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি কলেজ নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের প্রধান চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় পছন্দসই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল বড় ভূমিকা পালন করলেও শিক্ষার্থীদের এক ধরনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। তবে নতুন ভর্তি পদ্ধতির কারণে এ যুদ্ধে শিক্ষার্থীদের হয়রানি ও অর্থ ব্যয় কিছুটা হলেও কমবে। স্বীকৃতিবিহীন কলেজে ভর্তি নিষিদ্ধ করার বিধানটিও ইতিবাচক। এতে শিক্ষা বাণিজ্য কিছুটা হলেও কমবে। শিক্ষার্থীরাও নিম্নমানের কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে রেহাই পাবে। তবে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় এবারও বহু জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী পছন্দসই কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। সে জন্য দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক মানসম্পন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নতুন নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে, এটাই কাম্য।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর